(তাঁর শ্বশ্রূমাতা সাধনা দেবীকে লিখিত একখানি পত্র)

পোষ্টমার্ক ১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৫ ইং

বারাকপুর,

৭ই জানুয়ারী

শ্রীচরণেষু মা,

কানপুর হইতে লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলাম। সেখান হইতে আগ্রা যাওয়া ঘটে নাই, তবে আসিবার পথে এলাহাবাদ ও মোগলসরাই হইয়া আসি। আমাদের রিজার্ভ সেকেন্ড ক্লাস কামরায় দিল্লী মেলে হাওড়া হইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কোন কষ্ট হয় নাই। তবে পশ্চিমাঞ্চলের দুরন্ত শীত সহ্য করিতে হইয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে দেরী হইল, তাই আমতা যাইতে পারিলাম না। ২রা জানুয়ারী স্কুল খুলিয়াছে। সরস্বতী পূজার সময় ঘাটশিলা যাইব, ধলভূমগড়ে সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে হইবে। যতশীঘ্র হয় আপনার শ্রীচরণদর্শনে যাইব ইচ্ছা আছে। আপনার শরীর কেমন আছে? কল্যাণী ও উমা ভাল আছে! বৌমা গত শনিবারে ঘাটশিলায় গেলেন। নুটু লইয়া গিয়াছে। মায়াদিদি কোথায় ও কেমন আছে? বেলু দুনুকেও বহুদিন দেখি নাই। খোকা আশাকরি পড়াশুনা করিতেছে। শ্বশুর মহাশয়কে আমার সভক্তি প্রণাম জানাইবেন ও আপনি গ্রহণ করিবেন। আমতা এমন স্থান যে সেখানে ইচ্ছা করিলেও যখন তখন যাইবার কোন উপায় নাই। নতুবা এই এক বৎসর সেখানে যাই নাই! বনগ্রাম বা ঝাড়গ্রামে কতবার যাইতাম। আমতা যাওয়া অপেক্ষা কাশী যাওয়া সহজ। ছোটখুকি কেমন আছে? সে কি আজকাল কথাবার্তা বলিতে শিখিয়াছে? আশাকরি সে আমায় দেখিয়া আর ভয় পাইবে না।

লক্ষ্ণৌ সহরটি সুদৃশ্য ও সুন্দর। হজরতগঞ্জ বাদশাবাগ প্রভৃতি স্থান কলিকাতার চৌরঙ্গির মত দেখিতে। লক্ষ্ণৌর Zoo দেখিবার মত জিনিস। বাঘ, সিংহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক অরণ্য সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে রাখা হইয়াছে। জিনিসপত্রও খুব সস্তা। আমিনাবাদের বিখ্যাত রাবড়ি ১৲ সের। কানপুরে গঙ্গার ধার জ্যোৎস্নারাত্রে পরম রমণীয় হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ হইতে একটা বেডকভার কিনিয়াছি ৭৲ টাকা দামে—কলিকাতায় সে জিনিসই পাওয়া যাইবে না। পাইলেও দাম ১৬৲—টাকার কম নয়। মাংস নয় আনা সের, মাছ এগার আনা-১৲ টাকার বড় রুই মাছ। পত্রোত্তরে কুশল জানাইয়া সুখী করিবেন। বালক-বালিকাদের আশীর্বাদ দেবেন। ইতি—

প্রণত—বিভূতি।

* * *